যুগান্তর

MAR. 12 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা

আগামী বৃহস্পতিবার হইতে সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হইতেছে। ২০০২ সালে শিক্ষা বোর্ডগুলির অধীনে প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী তাহাদের জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল জীবনের সমাপ্তি টানিয়া কলেজ জীবনে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে। তাই এসএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া পরীক্ষার্থীদের তো বটেই, তাহাদের অভিভাবকদের মধ্যেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না। কিন্তু বিগত বৎসরগুলিতে যে কোন উপায়ে পাস করিবার লক্ষ্যে এসএসসি পরীক্ষায় গণহারে নকলের প্রবণতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তোলার জোগাড় করিয়াছে। ফলে পরীক্ষার পরিবর্তে গোটা ব্যাপারটি দৃশ্যত নকলের মহোৎসবে পরিণত হইয়াছে। গত বৎসর কড়াকড়ির কারণে নকল কিছুটা কমিয়াছিল। তবে পরিস্থিতি সন্তুষ্ট হইবার মতো নয়। এই বৎসর নকলমুক্ত এসএসসি পরীক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের আয়োজনে মতবিনিময় সভা করিতেছেন। সম্প্রতি ঢাকা বোর্ড আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, এইবার এসএসসি পরীক্ষায় নকলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালানো হইবে। নকল করিয়া কেহ পার পাইবে না। তিনি 'নকল-কালচার' হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সামাজিক সচেতনতা গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য ও উদ্যোগ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা বন্ধ করিবার ব্যাপারে তাহার আন্তরিক সদিচ্ছা রহিয়াছে। আসলে নকলের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা না গেলে পুলিশ বিডিআর সৈন্য মোতায়েন করিয়া নকল প্রতিরোধে সার্বিক সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। তাই নকলের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইবে দেশব্যাপী স্থানীয়ভাবে। পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণকে ইহা বুঝাইতে হইবে যে, নকল করিয়া ফাঁকি দিয়া অর্জিত সার্টিফিকেট বাস্তবে মূল্যহীন এক বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। এই বোধ তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারিলে পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা হ্রাস পাইতে বাধ্য। এই সচেতনতার ফল হয়তো রাতারাতি দৃশ্যমান হইবে না, কিন্তু সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করিয়া নকলবিরোধী আন্দোলন শুরু করা গেলে তাহার সুফল মিলিবেই। এই ব্যাপারে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একশ্রেণীর শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের নকলে সাহায্য করেন এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষকদের দায়িত্ব হইতেছে ছাত্রদের পড়াইয়া-শিখাইয়া উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলা; যে কোন উপায়ে সার্টিফিকেট অর্জনে সাহায্য করা নয়। শিক্ষকরা নিজেরা যদি পথভ্রষ্ট হন তবে তাহারা কিভাবে ছাত্রগণকে আলোকিত পথ দেখাইবেন? সৎ শিক্ষকগণ উদ্যোগী হইয়া নকলবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে শরিক হইলে এই ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল মিলিবে বলিয়া আমরা আশা করি। স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপও নকল বিস্তারের জন্য কম দায়ী নয়। বিগত সরকারের আমলে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের নেতাদের পরীক্ষার হল 'পরিদর্শনের' রেওয়াজ প্রচলিত হইয়াছিল। অনুগত ছোটভাইগণ যাহাতে অবাধে নকল করিতে পারে তাহাই ছিল এই ধরনের 'পরিদর্শনের' উদ্দেশ্য। এইবার নূতন সরকারের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের স্থানীয় নেতারাও অনুরূপ 'পরিদর্শনের' প্রস্তুতি লইতেছে বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে। আশার কথা, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এই ধরনের তথাকথিত পরিদর্শন বন্ধ করিবার ঘোষণা দিয়াছেন। আমরাও সর্বপ্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ ও নকলবর্জিত এসএসসি পরীক্ষা দেখিতে চাই।